crea

প্রতিবন্ধকতা, বিবাহ, অধিকার.

ভারতে প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য বিবাহের উৎসাহভাতা বর্ধক স্কীমের জটিলতা ও তা বোঝা

স্বাধীনভাবে ও পূর্ণ সম্মতিতে বিয়ে করার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। তবে, এই অধিকারটি নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এতে লিঙ্গভিত্তিক শক্তির সম্পর্ক স্থায়ী করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবুও, বিবাহের নারীবাদী সমালোচনার মধ্যে, ভারতে এবং বৈশ্বিক ভাবনায় উভয় ক্ষেত্রেই, নারী ও মেয়েদের বিবাহের জন্য চাপের উপর বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে সীমিত প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন গোষ্ঠীগুলির প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এটি বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী এবং মেয়েদের বিবাহের আকাঙ্ক্ষার জন্য সত্য।

তাই, যখন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি তার পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য সমালোচিত হয়, তখন এটি সামাজিকভাবে বর্জিত সম্প্রদায়ের জন্য কতটা গ্রহনযোগ্য তা পরীক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বিবাহ অনেক মহিলার জন্য এবং সম্ভবত বিশেষ করে প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য -- যৌন আনন্দ, প্রজনন সংস্থা এবং যত্ন নেওয়ার বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে

যদিও জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (CRPD), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহের অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে রক্ষা করে, অনেক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এটি বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে একটি আদর্শ মাত্র। ভারতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 41.72% কখনও বিয়ে করেনি; প্রতিবন্ধী মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও বেশি, 46%[1]।

প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকলে, তাদের যৌনতা, সম্পর্ক এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত আলোচনা লজ্জা ও সামাজিক বৈষম্য মানসিকতার কারণে যথাযথ ভাবে হয়না। এই প্রসঙ্গে কিছু লোক ভারতের রাজ্য সরকারগুলি প্রতিবন্ধী নন এমন ব্যক্তিদের জন্য "বিবাহ উৎসাহভাতাভাতা" চালু করেছে যাতে পরবর্তী গোষ্ঠীর জন্য বৃহত্তর সংহতি এবং অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিয়ে করে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এমন একটি সময়ে আসে যখন আমরা নতুন চালু হওয়া স্কিমগুলির প্রাথমিক প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারি যা ভারতে লিঙ্গগত অক্ষমতা নীতির ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করছে। কিন্তু উপলদ্ধ ডেটা সীমিত এবং স্কিম সম্পর্কে ভিন্ন মতামতও রয়েছে। যেহেতু বিবাহের প্রণোদনা বা

1 ভারতে 2011 সালের আদমশুমারি এবং 2016 সালে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রুপায়ন মন্ত্রকের দ্বারা 'ভারতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' সমীক্ষায়

উৎসাহভাতা অক্ষমতা[2] এর দাতব্য মডেলের একটি উপজাত বা বাইপ্রডাক্ট, তাই এই স্কিমগুলিকে প্রতিবন্ধকতার অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, সেইসাথে বৃহত্তর নারীবাদী সমালোচনার ক্ষেত্রেও আনপ্যাক করা গুরুত্বপূর্ণ।

2019 সালে, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মী শম্পা সেনগুপ্ত এবং তার দল, CREA-এর সহায়তায়, দুটি রাজ্যে (কেরালা এবং বিহার) রূপায়িত বিবাহ উৎসাহভাতাভাতা স্কিমগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ননা এবং এই স্কিমগুলির প্রভাবগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের জন্য অনুসন্ধানমূলক প্রায়োগিক গবেষণা[3] পরিচালনা করেছেন প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপর। এই পরীক্ষামূলক সমীক্ষাটি প্রতিবন্ধী নারী এবং নারীবাদী প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মীদের সঙ্গে ফলপ্রসু সাক্ষাত্কারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল।

গবেষণায় বিবাহ নামক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের সমালোচনার পাশাপাশি এই ধরনের একটি প্রকল্পকে উৎসাহিত করার পিছনে সরকারের উদ্দেশ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক দাবির বিচারে, এই সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা, প্রতিবন্ধী নারীদের জীবনে এর স্থান এবং বিবাহকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকা উচিত কিনা এবং এর সঙ্গে অধিকার ও সুবিধাগুলি[4] সংযুক্ত করা উচিত কিনা তা নিয়ে প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করে। নীচে গবেষণা ফলাফলগুলির একটি বর্ণনা দেওয়া হল।

ভারতে বিবাহ উৎসাহভাতাভাতা প্রকল্পের উদাহরণ

ভারতের উনিশটি রাজ্য বিবাহ সহায়তা/উৎসাহভাতা প্রকল্প রূপায়িত করেছে, এই গবেষণার জন্য দুটি রাজ্যের সমীক্ষা করা হয়।

কেরালা সরকার শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী পিতামাতার কন্যার জন্য বিবাহ সহায়তাভাতা প্রদান করে থাকে।[5] "গুরুত্বপূর্ণভাবে, স্কিমটি "বিবাহ সহায়তা"-র জন্য তৈরি করা হয়েছে, সঙ্গী প্রতিবন্ধী বা অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। এই স্কিমটি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যদিও 2016 সালের প্রতিবন্ধীদের অধিকার আইন[6] এর অধীনে তালিকাভুক্ত প্রতিবন্ধীদের সম্পূর্ণ পরিসরের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। এই স্কিমটি শারীরিক প্রতিবন্ধী মহিলাদের এবং শারীরিকভাবে অক্ষম পিতামাতার কন্যাদের জন্য 30,000 টাকার এককালীন সহায়তা প্রদান করে যাদের সম্মিলিত বার্ষিক পারিবারিক আয় 36,000 টাকার বেশি নয় তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য।

বিহারে এই স্কিমটিকে একটি "উৎসাহভাতাভাতা" হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। স্কিমের অধীনে "কেউ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিয়ে করলে তাকে উৎসাহভাতাভাতা হিসাবে" 100,000 টাকা দেওয়া হয়। দুইজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ দ্বিগুণ হয়। এই অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নামে একটি স্থায়ী আমানতের আকারে দেওয়া হয় এবং তিন বছরের লক-ইন সময় থাকে এই সময়ের মধ্যে এটি ওঠানো যায় না। যদি উভয় অংশীদার অক্ষম হয়, তবে অর্থ মহিলার অ্যাকাউন্টে জমা হয়।

প্রসঙ্গত, ভারতে আন্তঃবর্ণ বিবাহ উৎসাহিত করতে আরেকটি বিবাহ উৎসাহভাতা প্রকল্প চালু রয়েছে। " আন্তঃবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক সংহতির জন্য ড. আম্বেদকর স্কিম 2015 সালে বাস্তবায়িত হয় এবং সীমিত সংখ্যক আন্তঃবর্ণ দম্পতিদের [তফশিলি একজন ব্যক্তি অ-তফসিলি বর্গের একজন ব্যক্তিকে বিয়ে করলে] তাদের বিবাহের প্রাথমিক বছরগুলিতে সহায়তার জন্য আর্থিক উৎসাহভাতাভাতা প্রদান করে। প্রতিবন্ধী বিবাহ উৎসাহভাতা প্রকল্পটি অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ করার জন্য উৎসাহভাতা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃহত্তর সংহতি এবং অন্তর্ভুক্তি অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ধারণা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

---

2 প্রতিবন্ধকতার দাতব্য মডেল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে প্রাথমিকভাবে পরিচর্যা গ্রহণকারী এবং করুণার বস্তু হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মানবাধিকারের বিষয় হিসাবে এবং মানব বৈচিত্র্যের একটি অভিব্যক্তি হিসাবে প্রতিবন্ধকতার বিষয় হিসাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে অক্ষমতাকে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে। প্রতিবন্ধীদের সামাজিক এবং মানবাধিকার মডেলগুলি এই ধারণাটি তুলে ধরে যে প্রতিবন্ধকতা একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের সমস্যা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে তৈরি হয়।

3 পদ্ধতিগত দ্রষ্টব্য: প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য বিবাহ প্রকল্পের এই পাইলট সমীক্ষাটি শম্পা সেনগুপ্ত এবং দুজন স্বতন্ত্র গবেষক, মৃদুলা মুরলীধরন এবং স্মৃতি ধিংড়ার একটি দলের সাথে পরিচালিত গুণগত গবেষণার উপর ভিত্তি করে। এই পরীক্ষামূলক সমীক্ষায় 2019 সালে নয়জন অংশগ্রহণকারীর সাথে পরিচালিত হয়েছিল, যারা এই স্কিমের অধীনে আর্থিক সুবিধার জন্য আবেদন করেছে/ পেয়েছে তারা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনার কারনে নির্বাচিত হয়েছিল এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকারের জন্য ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম (এনপিআরডি) এবং বিহার বিকলাং মঞ্চ-র সাথে যুক্ত স্থানীয় মানুষদের সমর্থনে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এছাড়াও, ভারতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, এর বাস্তবায়ন, প্রভাব এবং ভূমিকা সহ প্রকল্পটির একটি সামগ্রিক এবং বিস্তৃত চিত্র তৈরি করার জন্য, এই বিষয়ে কাজ করা ছয়জন মহিলা প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মীকেও সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই কর্মীদের কেউই এই প্রকল্প থেকে আর্থিক সুবিধা পাননি। সাক্ষাত্কারগুলি প্রতিলিপি করা হয় এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়।

4 এই নথি শম্পা সেনগুপ্তর গবেষণা প্রতিবেদন এবং CREA এবং শ্রুতি প্রতিবন্ধী কেন্দ্র দ্বারা 19 এপ্রিল 2023-এ আয়োজিত অনলাইন সেমিনারের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

5 প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই স্কিমের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠিতে আঞ্চলিক স্তরে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

6 প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, 2016, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15939/1/the_rights_of_persons_with_disabilities_act%2C016.pdf

প্রতিবন্ধকতা, ঘনিষ্ট সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা এবং পিতৃতন্ত্র

যদিও আমরা সঠিকভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে সমকামী বিবাহ আইনের জন্য সংগ্রাম করছি, যা নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিতর্ক হয়েছে, আমরা খুব কমই এমন মহিলাদের কথা বলি যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতিবন্ধকতার কারণে বিয়ে অস্বীকার করেছে। এটি এমন কিছু যা আমরা সর্বজনীন ক্ষেত্রে আলোচনা করি না। এবং এটি খুবই আকর্ষণীয় কারণ অন্যান্য আইন রয়েছে যা সংজ্ঞায়িত করে যে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিয়ে করতে পারে না, এবং তবুও কিছু রাজ্য তাদের বিয়ের জন্য অর্থ দিচ্ছে। কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উৎসাহের জন্য যোগ্য তাও স্পষ্ট নয়; সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। ভারতে, "অস্বাভাবিক মানসিকতা" বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিবন্ধী মহিলাদের জন্য বিবাহ বৃত্তি, পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজে খুব কম মনোযোগ পেয়েছে। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বিবাহ প্রায়ই প্রাথমিক পথ যার মাধ্যমে যৌন, রোমান্টিক এবং প্রজনন ইচ্ছা প্রকাশ করা যায়, অন্তত এমন উপায়ে যা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং "বৈধ" হিসাবে দেখা হয়। এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা নয়[7]. অনেক মহিলার ক্ষেত্রে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা তাদের বিবাহের মধ্যেই নিহিত। ভারতে বিবাহের সাথে যুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবন্ধী নারী এবং মেয়েদের জন্য আংশিক কারণে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অভাব যা একটি জীবন-চক্র পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচর্যার মানবিক এবং গ্রহণযোগ্য রূপ প্রদান করে, যা পরিচর্যাকে পরিবারের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঠেলে দেয়[8]।

কিছু প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মী দাবি করেন যে বিবাহের উৎসাহভাতা স্কিমগুলিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা বিবাহের প্রতিষ্ঠানকে তীক্ষ্ণ ফোকাসে নিয়ে আসে এবং প্রতিবন্ধী মহিলাদের জীবনে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে। অন্যরা বিয়েতে লক্ষ্য করা আর্থিক সুবিধাগুলিকে যৌতুকের অনুশীলনের ধারাবাহিকতা হিসাবে সমতুল্য করেছেন (বরের পরিবারকে কনের পরিবার কর্তৃক অর্থ, জিনিসপত্র এবং/অথবা সম্পত্তি প্রদান যা মহিলাদের নিম্ন মর্যাদার পুনরুত্পাদন করে), রাষ্ট্র ভূমিকা গ্রহণ করে। পিতৃতান্ত্রিক পিতার।

এই স্কিমটি বিবাহকে একটি পাদদেশে রাখে, তবুও এটি ভারতে অক্ষমতা এবং বিবাহ সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতীয় আইনি ব্যবস্থায় কিছু নির্দিষ্ট ধরনের অক্ষমতা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য একটি ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে, যার মধ্যে অস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং প্রতিবন্ধকতার আশেপাশে নিন্দনীয় ভাষা রয়েছে। দেশটি আইনি ক্ষমতার বঞ্চনাকেও সমর্থন করে, অভিভাবকত্বের অধীনে প্রতিবন্ধী মহিলাদের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে, যা বিবাহে আইনত সম্মতি দেওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ভারতে বিবাহের সমতার অভাবের কারণে সমলিঙ্গের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণভাবে বিবাহে প্রবেশ করতে অক্ষম।

কিন্তু আজ "অস্বাভাবিক মানসিকতা" আসলে কী? আমরা দেখছি বিবাহবিচ্ছেদ আইনের কারণে অনেকেই বিয়ের আগে মানসিক অক্ষমতা লুকিয়ে রাখছেন। বিয়ের পর পরিবারগুলো যদি প্রতিবন্ধকতার কথা জানতে পারে, তাহলে নারীদের পরিবার থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমরা স্বামীদের ডিভোর্সের জন্য তাদের স্ত্রীর মানসিক অক্ষমতা দাবি করে মিথ্যা সার্টিফিকেট পেতে দেখেছি। সুতরাং, আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত বিবাহ আইন সংশোধন করা, কারণ ভারত জাতিসংঘের CRPD অনুমোদন করেছে এবং আমাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহের অধিকার রক্ষা করতে হবে।

শম্পা সেনগুপ্ত, শ্রুতি প্রতিবন্ধী কেন্দ্র

---

7 রূপসা মল্লিক, 2017. "শারীরিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা: একটি ক্রস-আন্দোলন দৃষ্টিকোণ," উন্নয়ন, পালগ্রেভ ম্যাকমিলান; সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ভলিউম। 60 (1), পৃষ্ঠা 40-43, সেপ্টেম্বর; তারশি ওয়ার্কিং পেপার ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যৌনতা এবং অক্ষমতা, 2018, https://www.tarshi.net/inplainspeak/ tarshis-corner-working-paper-sexuality-and-disability-in-the-indian-context-2018/

8 চক্রবর্তী, ইউ. (2008)। পরিচর্যার বোঝা: শহুরে ভারতে প্রতিবন্ধীদের পরিবার(বার্ডেন অফ কেয়ারিংঃ ফ্যামিলিস অফ দ্যা ডিসেবেল্ড ইন আর্বান ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ জেন্ডার স্টাডিজ, 15(2), 341–363। https://doi. org/10.1177/097152150801500207

অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং ববিাহকে উৎসাহিত করা

এমনকি অ্যাক্টিভিস্টরা যারা বিবাহ প্রণোদনা স্কিমগুলির উপযোগিতার বিষয়ে দৃঢ় ছিলেন তারা অনুভব করেছিলেন: "যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়, তাহলে আমাদের বিবাহ ভাতা প্রয়োজন হয় না।" যাইহোক, যেহেতু এই ধরনের স্কিম বা আর্থিক সহায়তা নেই, তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে বিবাহ ভাতা অন্তত কিছুটা সহায়তা করে।

অধ্যয়নে অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিবন্ধী মহিলারা এই প্রকল্পের অধীনে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করতে দারুণভাবে আগ্রহী ছিল, প্রাপ্ত পরিমাণ নির্বিশেষে - পরবর্তী শিক্ষার জন্য অর্থায়ন করতে, নিজেদের জন্য জীবিকার একটি উৎস তৈরি করতে, তাদের সন্তানের ডেলিভারিতে হাসপাতালের ব্যয় বহন করতে , তাদের পরিবার তাদের বিয়ের অর্থ দেওয়ার জন্য যে ঋণ নিয়েছিল তার কিছু অংশ পরিশোধ করতে। (এগুলি সামাজিক অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়, বরের পরিবারকে "মুগ্ধ করার" জন্য প্রভাব রাখে এবং স্পষ্টতই কনের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে[9]।)

বিবাহ উৎসাহভাতা স্কিম আকারে আর্থিক সহায়তা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদ বণ্টনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত। অসংখ্য গবেষণার দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করার সম্ভাবনা বেশি, কারণটি দ্বিমুখী: একদিকে, প্রতিবন্ধিতাগুলি দারিদ্র্যের উচ্চ ঝুঁকির দিকে নিয়ে যায় এবং অন্যদিকে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে। (যেমন স্বাস্থ্যসেবার অ্যাক্সেসের অভাব এবং খারাপ কাজের অবস্থা)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা এইভাবে প্রতিবন্ধী অধিকার এবং ন্যায়বিচারের জন্য কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বিবাহ উৎসাহভাতা প্রকল্পগুলির সমালোচনা করা কঠিন যখন তারা দরিদ্র এবং গ্রামীণ পরিবেশে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

যাইহোক, বিবাহ উৎসাহভাতা স্কিমগুলির মাধ্যমে রাজ্যের দ্বারা প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাগুলি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিবাহে প্রবেশের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং যারা কিছু রাজ্যে, পরবর্তী পর্যায়ে এটি থেকে অপ্ট আউট করার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের কাছে সুবিধার নাগালকে সীমিত করে। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের স্কিমগুলি প্রতিবন্ধী এবং অ-অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহকে অগ্রাধিকার দেয়, এটি বিবাহে প্রবেশকারী দুই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেও ব্যর্থ হয়, যা প্রমাণ করে যে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে একটি প্রচলিত পছন্দ[10]।

আমি এর পক্ষে বা বিপক্ষে নই কারণ এটি নিশ্চিতভাবে কিছু লোকের উপকার করে, তবে একজন নারীবাদী হিসাবে এটি আমার জন্য যৌতুক প্রথার স্থায়ীত্ব। আমরা যদি সত্যিই সামাজিক অন্তর্ভুক্তি চাই তাহলে আমাদের এই অর্থ শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা উচিত, নারী ও প্রতিবন্ধী পুরুষদের জন্য জীবিকার সুযোগ তৈরি করা উচিত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের জীবনযাত্রার মান এবং সমাজে অবস্থান বাড়াতে সাহায্য করবে। [...] যদি দুইজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিয়ে করতে চায়, তাদের সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা বলতে চাই না, তবে তাদের স্বাধীন করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যত্ন নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সহায়তা - তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যখন একে অপরকে বিয়ে করতে চায় তখন পারিবারিক ও সামাজিক বাধার কারণে তারা তা করতে পারে না। এই সমর্থন না দিলে বিয়েটা একটা জুয়া বলে মনে হয়। শুধু অর্থ নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমর্থন দরকার।

জিজা ঘোষ, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী অধিকার কর্মী

----

9 Bloch F., Rao V., Desai S., 2004, Wedding Celebrations as Conspicuous Consumption: সিগন্যালিং সোশ্যাল স্ট্যাটাস ইন রুরাল ইন্ডিয়া, Journal of Human Resources, 2004, vol. 39, সংখ্যা 3

10 দেখুন: Addlakha, R. 2007b. 'হাউ ইয়ং পিপল উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস কনসেপচুয়ালাইজ দ্য বডি, সেক্স অ্যান্ড ম্যারেজ ইন আরবান ইন্ডিয়া: ফোর কেস স্টাডিজ', সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড ডিসেবিলিটি, 25(3): 100-113 এবং বৈদ্য, এস. (2015) । প্রতিবন্ধী এবং প্রজনন অধিকার সহ মহিলা: ডিকনস্ট্রাকটিং ডিসকোর্স। সামাজিক পরিবর্তন, 45(4), 517-533। https://doi.org/10.1177/0049085715602787

রাজ্য এবং যৌনতার শাসন

থম দর্শনে, স্কিমগুলি একটি দীর্ঘ অবহেলিত সমস্যা - নারী এবং প্রতিবন্ধী মেয়েদের যৌনতা এবং অন্তরঙ্গ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে মোকাবেলা করছে বলে মনে হচ্ছে - তারা তাদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (SRHR) এর জন্য একটি অধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন রাষ্ট্রকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যের (ধারা 10) অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে এবং "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল" সচেতনতা তৈরি করার আহ্বান জানায়। পারিবারিক জীবন, সম্পর্ক, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে" (ধারা 39 (2) (c)), SRHR-এর এই অধিকার-ভিত্তিক দিকগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির অগ্রগতির প্রেক্ষাপটেও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার তাৎপর্য উল্লেখ করা হয়েছে[11]।

এই ধরনের প্রণোদনা আমাদেরকে রাষ্ট্রের যৌনতার শাসন এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মধ্যে সম্পর্কের উপর নারীবাদী কাজের বিশাল অংশে ফিরিয়ে আনে।

জ্বলন্ত প্রশ্ন থেকে যায়। কেন একজনের বিবাহের ইচ্ছার মাধ্যমে অক্ষমতা সম্পর্কিত আর্থিক সহায়তার অ্যাক্সেস করা উচিত? অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে সমর্থন করতে পারে এমন অন্যান্য নীতি কি আছে, যার মধ্যে যৌনতা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং বিবাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? নারীবাদী এবং প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনের জন্য অক্ষমতা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিবাহ উৎসাহভাতা প্রকল্পগুলির প্রভাবকে আরও ভালভাবে বোঝার পাশাপাশি যৌনতা, বিবাহের অধিকার এবং প্রতিবন্ধী অধিকার থেকে প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের বিষয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং একজন নারীবাদী হিসেবে আমি এটাকে রাষ্ট্রের ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, কারণ আমরা পিতৃতন্ত্র নিয়ে অনেক কথা বলেছি।
সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু এটি একটি পিতৃপুরুষ হিসাবে রাষ্ট্রের একটি বহিঃপ্রকাশ - এটি খুব স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে যে স্কিমটি বিয়ে পর্যন্ত আসে [...]। স্কিমটির অনেক বড় প্রকাশ রয়েছে কারণ এটি রাষ্ট্রকে মানুষের জীবনে অনুপ্রবেশ করার অধিকার দেয়। এটি যা করছে তা হল: আপনি কাকে বিয়ে করতে পারেন তা বলার অধিকার আমার আছে, আমি আপনাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিয়ে করার জন্য অর্থ দেব, কিন্তু আপনি যদি প্রতিবন্ধী নয় এমন ব্যক্তিকে বিয়ে করেন তবে আমি আপনাকে অর্থ দেব না, আমি আপনার জীবনের প্রতিটি অংশে প্রবেশ করব। এবং এটি এমন কিছু যা আমরা চাই না। আমরা মহিলাদের যৌনতায় অনুপ্রবেশ চাই না।
এটি রাষ্ট্রের করার কথা নয় এবং এতে যৌনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার ব্যাপক প্রকাশ রয়েছে। আমরা বিভিন্ন আইনি বিতর্ক দেখতে পাই- সমান বিবাহ - আমরা আরো দেখি বৈবাহিক ধর্ষণ এবং বিবাহ উৎসাহভাতা প্রকল্প।

প্রফেসর, আশা হান্স

11 আলেকজান্দ্রা গারট্রেল, ক্লাউস বেসেল এবং কর্নেলিয়া বেকার (2017) "আমরা প্রেম করার সাহস করি না": গ্রামীণ কম্বোডিয়ায় প্রতিবন্ধী নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক, 25:50, 31-42, DOI: 10.1080/09688080.2017.1332447

crea

dsroi@creaworld.org
creaworld.org

7, একতলা,
নিজামুদ্দিন পূর্ব,
নয়াদিল্লি 110013

310 রিভারসাইড ড,
স্যুট 2701,
নিউ ইয়র্ক,
NY 10025 USA